যীশু, সেন্ট পল ও খ্রিষ্টধর্মের বিকাশ # ২

ড. মর্তুজা খালেদ
প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
E-mail: khaledmortuza@gmail.com

আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন

খ্রিষ্টধর্মের প্রাথমিক বিস্তার

যীশুর মৃত্যুর পর গুজব ছড়ায় যে, ক্রুশবিদ্ধ হবার পরও যীশুকে দেখা গেছে এবং তিনি শিষ্যদের তার বাণী প্রচার করে যেতে বলেছেন। তাদের মতে, যীশু বলেছেন আরদ্ধ কাজ শেষ করার জন্য তিনি পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। এতে অনুপ্রাণিত হয়ে যীশুর অনুসারীদের একাংশ জেরুজালেমে মিলিত হন এবং অন্যান্য ইহুদীদের তাদের স্বমতে আনার জন্য প্রচার কার্য চালিয়ে যেতে থাকেন। কট্টোরপন্থী ইহুদীরা যীশুর অনুসারীদের বিভিন্নভাবে নির্যাতন করা শুরু করে।

যীশুর মৃত্যুর পরবর্তী পনের বছরের খ্রিষ্ট ধর্মের প্রসারের গতি ছিল অত্যন্ত শথ। ৪৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে যীশুর প্রচারিত ধর্মে গতিশীলতা আসে মিশনারী কার্যকলাপের দ্বারা যা শুরু করে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইহুদীগণ। জেরুজালেমের ইহুদীরা ছিল রক্ষণশীল অপরদিকে প্যালেস্টাইনের বাইরের ইহুদীরা ছিল অনেকাংশে সংস্কারপন্থী এবং ধর্মীয় গোঁড়ামীমুক্ত। ফলে এ সময় এথেন্স, এন্টিয়ক, করিয়ন্থ এবং রোমে যীশুর অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। তারা প্রতি বছর মিলিত হতো এবং যীশুর বাণীসমূহ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতো। এভাবে যীশু প্রচারিত মত ক্ষুদ্র এক গোষ্ঠীর মত হিসাবে বজায় ছিল। -- এমতাবস্থায় আর্বিভাব ঘটে সেন্ট পলের।

সেন্ট পলের অবদান

সেন্ট পলের অবদান কে আমরা যদি বিশেষণ করি তবে তার কৃতিত্বের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখবো ।

১. যীশুর প্রচারিত মত ছিল ইহুদী ধর্মের এক শাখা বিশেষ, সেন্ট পল তাকে নতুন একটি বিশ্ব ধর্মের পর্যায়ে উন্নীত করেন ।
২. যীশু প্রচারিত মত ছিল শুধুমাত্র ইহুদীদের জন্য সেন্ট পল নতুন ধর্মকে সারা বিশ্বের মানুষের জন্য উন্মুক্ত করেন।
৩. "যীশু ঈশ্বরের সন্তান তিনি সারা বিশ্বের মানুষের পাপ নিজের কাঁধে নিয়ে মানুষের জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছেন" (Theory of Aton), এ তত্ত্বের প্রণেতা ছিলেন তিনি।[র]
৪. মৃত্যু-পরবর্তী জীবন আছে সে জীবনে কৃতকর্মের পরিপ্রেক্ষিতে স্বর্গলাভ করা যাবে ---এ তত্ত্বের বিকাশ সাধন করেন সেন্ট পল।
৫. তিনি ধর্ম প্রচারের জন্য মিশনারী কার্যক্রমের সূত্রপাত ঘটান ও তিনটি সফরের মাধ্যমে সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে খৃষ্টধর্মের প্রসার ঘটান।
৬. সেন্ট পল চার্চ ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটান।
৭. তিনি খ্রিষ্টান ধর্মতত্ত্বের বিকাশ সাধন করেন ।

সেন্ট পল সম্পর্কে জানার সূত্র

সেন্ট পল সম্পর্কে জানার সূত্র মূলত নিউ টেষ্টামেন্ট। সেন্ট পলের বেশ কিছু লেখনী নিউ টেষ্টামেন্টের অংশ। এর মধ্যে *রোমান, করিয়েন্থ* ১ ও ২, *গ্যালাটাইন*-এ সন্দেহাতীতভাবে সেন্ট পলের লিখা এবং *ফিলিপ্পিয়ান, থিউসালোনিয়ান* ১, *ফিলিমনস*-এর অংশ বিশেষ সেন্ট পলের লেখা বলে পন্ডিতগণ ধারনা করেন। এ ছাড়া

ইপিসিয়ান, কলোসিয়ান এবং থিউসারোনিয়ান ২-ও সেন্ট পলের লেখা বলে গবেষকের একাংশ মনে করেন। [রর]

সেন্ট পলের জীবনী

সেন্ট পলের জন্ম ১০ খ্রিষ্টাব্দে সিলিসিয়ার অর্ন্তগত টারসাস (বর্তমান তুরস্ক) নগরীর এক ইহুদী পরিবারে।[ররর] সেন্ট পলের পিতার পেশা ছিল তাঁবু নির্মাণ। তাঁর আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। বাবা প্রথম ইহুদী রাজা সউল সাথে মিল রেখে পুত্রের নাম করণ করেন সউল। টারসাস নগর গ্রীক দর্শন শাস্ত্রের অন্যতম এক কেন্দ্র ছিল ফলে পল গ্রীক দর্শনসহ হিব্রু দর্শন শাস্ত্রে সুপন্ডিত হবার সহজ সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি যীশুর সমসাময়িককালের হলেও তাঁর সাথে কখনও যীশুর সাক্ষাৎ ঘটে নাই। হিব্রু ধর্ম শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তিনি মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে জেরুজালেমে আসেন এবং প্রখ্যাত রাব্বী গ্যামেলিয়ওর নিকটে ইহুদী ধর্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এর পর সেন্ট পল ফিরে যান টারসাসে এবং যীশুর মৃত্যুর পর পুনরায় জেরুজালেমে আসেন। জেরুজালেমে থাকাকালীন সময়ে পল খৃষ্টধর্ম বিদ্বেষী ছিলেন এবং অন্যান্য ইহুদীদের সাথে মিলে খৃষ্টানদের নির্যাতনও করেন।
আনুমানিক ৩৪ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টমতবাদে দীক্ষিত ইহুদীদের বন্দী করে জেরুজালেমে আনার জন্য সেন্ট পল দামেশকে প্রেরিত হন।[রা] নিউ টেষ্টামেন্টের Acts অংশের ৯ম অধ্যায়ে পলের ইহুদী থেকে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হবার কাহিনী বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। যীশুর মতাবলম্বীদের গ্রেপ্তার করে আনার যাত্রা পথে আকাশ থেকে যীশু নেমে এসে সেন্ট পলকে তার ধর্ম গ্রহণ করার জন্য বলেন এবং তাতে অভিভূত হয়ে পল খৃষ্টের অনুসারী হন।

৪০ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত সেন্ট পল জেরুজালেম ভ্রমণ করেন এবং যীশুর প্রধান শিষ্য পিটারের সাথে ধর্ম প্রসারের ক্ষেত্রে করণীয় পদক্ষেপসমূহ নিয়ে আলোচনা করেন। ৪০ থেকে ৫১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে পল এশিয়া মাইনর এলাকা পরিভ্রমণ করেন। তিনি এ সকল এলাকায় চার্চ স্থাপন করেন। সেন্ট পল খৃষ্টান ধর্মতত্ত্বের উপর গ্রন্থ রচনা করেন যা পরবর্তীতে নিউ টেষ্টামেন্টের অর্ন্তভূক্ত করা হয়।

সেন্ট পল যীশুর ধর্মমতে দীক্ষিত হয়ে এ মতের বিস্তারের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করেন। দূরদর্শী পল অনুধাবন করেন যে, যীশুর মতবাদ অত্যন্ত শথ গতিতে প্যালেস্টাইনে বিস্তার লাভ করছে এবং নতুন এই মত বিকাশের আসল স্থান হচ্ছে রোমান সাম্রাজ্য। তিনি ধর্ম প্রচারের জন্য মোট তিনবার সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা পরিভ্রমণ করেন। পল তার মিশনারী কার্যের শেষ পর্যায়ে রোমে বেশ কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেন। তার মৃত্যুর ঘটনা অনেকটাই অস্পষ্ট। মনে করা হয় রোমান সম্রাট নীরোর আদেশে মৃত্যদন্ড প্রাপ্ত হন সেন্ট পল ও সেন্ট পিটার এবং ৬৭ খৃষ্টাব্দে তাদের দুজনের দন্ডাদেশ কার্যকর করা হয়।[৭]

সেন্ট পল ও খ্রিষ্টধর্মতত্ত্ব

সেন্ট পলের হিব্রু ও গ্রীক দর্শন এবং সমসাময়িক প্যাগান ধর্ম শাস্ত্রে অগাধ পান্ডিত্য ছিল। তিনি মনে করতেন হিব্রু ধর্মতত্ত্বের যে বিশালতা ও গভীরতার রয়েছে তার সম্প্রসারণ ঘটা উচিত কিন্তু তার পথে প্রধান বাধা ইহুদীদের গোঁড়ামী ও রক্ষণশীলতা। ৫৪৯ খ্রিষ্টাব্দে ব্যবিলনীয় বন্দীদশা অতিক্রম করার পর হিব্রুগণ পারসিকসহ প্রাচ্যের অন্যান্য ধর্মের সংস্পর্শে আসে এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিশেষ করে এ সময় পাপ-পূণ্য সংক্রান্ত ধারনাগুলির বিকাশ ঘটে। পারসিক ধর্মমতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হিব্রু জনগোষ্ঠীর একাংশ মৃত্যুপরবর্তী জীবনে বিশ্বাস স্থাপন করে। মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে কি না সে বিতর্কে হিব্রু ধর্মাবলম্বীরা ফারেসী (Pharisees) এবং সাজেসী (Sadducees) এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

ফারেসী ফেয়ারসীস মতের অনুসারীগণ বিশ্বাস করতেন মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে এবং তারা ওল্ড টেষ্টামেন্টের লিখিত বিবরণগুলির আক্ষরিক ব্যাখ্যা ও তা হুবহ অনুসরণে রাজী ছিল না। অপরদিকে সাজেসীগণ ছিল রক্ষণশীল তারা ওল্ডটেষ্টমেন্টের আক্ষরিক ব্যাখ্যা ও তা হুবহু অনুসরণের পক্ষপাতী ছিল। সাজেসীগণ ওল্ড টেষ্টামেন্টের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোন মৌখিক বিবরণ গ্রহণে সম্মত ছিল না এবং তারা মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের অস্তিত্বেও বিশ্বাস করত না।

সেন্ট পল ইহুদীদের সাজেসী ও ফারেসী দ্বন্দ্বে ফারেসীদের অনুসারী ছিলেন ও মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করতেন। এ বিষয়ে নিউ টেষ্টমেন্টে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ,

> "Now when Paul took note that the one part was of Sadducees but the other of Pharisees, he proceeded to cry out in the Sanhedrin: "Men, brothers, I am a Pharisee, a son of Pharisees.

Over the hope of resurrection of the dead I am being judges."[vi]

সেন্ট পল হিব্রু দর্শনের বিশালতা খ্রিষ্টধর্মের মাধ্যমে সকল মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেবার সুযোগ করে নিয়েছিলেন। তিনি প্রচার করে ছিলেন খৃষ্ট ও হিব্রু ধর্মমত এক নয়। দুটো সম্পূর্ণ পৃথক ধর্ম এবং ভিন্ন দুই ধর্ম। খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হবার অধিকার বিশ্বের যে কোন মানুষের রয়েছে। ফলে প্রাচ্যের যে বিশাল জনগোষ্ঠী হিব্রু দর্শন কে নিজস্ব মত হিসাবে গ্রহণ করতে পারছিল না তারা তা গ্রহণের সুযোগ লাভ করে খৃষ্টান ধর্মে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে। খ্রিষ্টান ধর্ম ছিল হিব্রু দর্শনের সাথে গ্রীক দর্শন ও প্যাগান সংস্কৃতির এক অপূর্ব সমন্বয়।[ররর] খ্রিষ্টধর্ম কে জনপ্রিয়করে তোলার জন্য পল প্যাগান ধর্মের জনপ্রিয় সকল ধারনা, যেমন--- যীশু ঈশ্বর পুত্র, তিনি কুমারী মাতার সন্তান, মানব জাতিকে মুক্ত করার জন্য পৃথিবীর সকল মানুষের পাপের বোঝা নিজ কাঁধে তুলে নিয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, লাস্ট সাপারে যীশু নিজের শরীরের রক্ত ও মাংশ পরিবেশন করেন---- প্রভৃতি ধারনা সেন্ট পলই খ্রিষ্টধর্মে যোগ করেন।

পল সংযুক্ত এসকল ধারণায় অভিনবত্ব বা নতুনত্ব ছিলনা। এসকল ধারণ সমসাময়িককালে রোমান সাম্রাজ্যে যে সকল প্যাগান ধর্ম যেমন মিথ্রাসবাদ, নস্টিকবাদ, নিও-পেল্টোনিজমসহ অন্যান্য যে ধর্মসমূহ প্রচলিত ছিল সেগুলি থেকে ধার করা ছিল। বিশেষ করে সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় প্যাগান ধর্ম মিথ্রাইজমের প্রচলিত ধারনাগুলি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। দেবতা মিথ্রাস ছিলেন আহুর মাজদার অনুচর, মানব জাতিকে পাপমুক্ত করার জন্য মিথ্রাস মৃত্যুবরণ করেন। মিথ্রাস কুমারী মাতা আনিহিতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, মিথ্রাস ধর্মের অনুসারীরা রুটি ও মদ পান করতো উপাসনার সময় এবং মনে করা হতো এগুলি মিথ্রাসের রক্ত ও মাংশ। মিথ্রাইজম ছিল রোমান সাম্রাজ্যের এক জনপ্রিয় ধর্ম। খ্রিষ্টধর্মকে মিথ্রাইজমের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার স্বার্থে এ ধর্মের জনপ্রিয় সকল দর্শনই গ্রহণ করতে হয়েছিল একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টধর্মকে। সেন্ট পল এভাবে প্যাগান ধর্ম থেকে যে সকল ধর্মীয় দর্শন গ্রহণ করেছিলেন তার ধারা পরবর্তীকালেও অব্যাহত রেখেছিলেন খ্রিষ্টান যাজকগণ। মিথ্রাসের জন্মদিন ২৫ ডিসেম্বর কে যীশুর জন্মদিন হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন পোপ প্রথম জুলিয়াস। ৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট কনসটানটাইনের(২৭৪-৩৩৭□খৃষ্টাব্দে□□□নাইসা সম্মেলন (Council of Nicaea 325) ডেকে খ্রিষ্টান যাজকদের বাধ্য করেছিলেন মিথ্রাইজমের মূল ধারনা ত্রিতত্ত্ববাদ (Doctrine of the Trinity) গ্রহণ করতে। যার দ্বারা মানব যীশু দেবত্বলাভ করে স্রষ্টার অংশে পরিণত হয়েছিলেন।[রররর]

সেন্ট পলের প্রচেষ্টা স্বার্থক হয়, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের শত শত মানুষ নতুন এ ধর্মমত গ্রহণ করা শুরু করে। এ বিষয়ে নিউ টেষ্টামেন্টের Acts অংশের ১০ম ও ১১তম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম দিকে বিষয়টিতে ইহুদী খৃষ্টানগণ বাধা প্রদান করলেও পরে তার নিষ্পত্তি ঘটে ৪৮ খ্রিষ্টাব্দে সেন্ট পলের উদ্যোগে জেরুজালেমে অনুষ্ঠিত এক কাউন্সিলের দ্বারা।[ৗ] এ সম্মেলনের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় নিউ টেষ্টামেন্টের অপঃং পুস্তকের ১৫ অধ্যায়ে। জেরুজালেম কাউন্সিলের মাধ্যমে অইহুদীরাও খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হবার আনুষ্ঠানিক অনুমতি লাভ করে। খ্রিষ্টানগণ হিব্রু ওল্ড টেষ্টামেন্টকে তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করার পাশাপাশি এতে যীশুর মতবাদ সংযোজন করে হিব্রু দর্শন কে যুগোপযোগী করে এতে পূর্ণতা আনে। ঐতিহাসিক ডেভিড ফিংগাটের ভাষায়, "Virtually every pagan religious practice and festivity that couldn't be suppressed or driven underground was eventually incorporated into the rites of Christianity as it spread across Europe and throughout the world." x এভাবে সেন্ট পলের প্রভাবে যীশু কর্তৃক প্রচারিত হিব্রু ধর্মের এক শাখা নতুন এক বিশ্বজনীন ধর্মে রূপান্তরিত হয়।

যীশু তার প্রচারিত মতে অস্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন স্বর্গরাজ্য তথা মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের বিষয়টি। সেন্ট পল তার লিখিত পত্র ও নিজে স্বয়ং ধর্ম প্রচার করার সময় মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের বিষয়টি অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলেন।[ীর] ফলে তা ব্যাপক সাড়া জাগায় সমসাময়িক রোমান সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের কাছে। তাদের কাছে এটি আকর্ষণীয় এক বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। শত শত মানুষ নতুন এ ধর্মমত গ্রহণ করতে এগিয়ে আসে।

যীশু ঈশ্বরের পুত্র, এ তত্ত্বের প্রণেতা ছিলেন সেন্ট পল। নিউ টেষ্টমেন্টের প্রথম পুস্তক ছিল 1 Thessalonians যা সেন্ট পল কর্তৃক লিখিত হয় আনুমানিক ৪৯ খৃষ্টাব্দে।[ীরর] এখানে সেন্ট পল লিখেছেন, "and to wait for his Son from from the heavens, whom he raised up from the dead, namely, Jesus, who delivers us from the wrath which is coming."xiii এভাবে সেন্ট পল যীশু খ্রীষ্টকে যে ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন।। এছাড়া তিনি যীশুর পুনরুত্থান তত্ত্বের তিনি বিরোধীতা করেন, যা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। পরিবর্তে সেন্ট পল তত্ত্ব দাঁড় করেন যে, ঈশ্বর পুত্র যীশু সমগ্র মানব জাতির পাপের বোঝা কাঁধে নিয়ে নিজের প্রাণ দিয়ে তার

প্রায়শ্চিত্ত করেন --- এ তত্ত্ব এটনিজম নামে পরিচিত। এটনিজম যে সেন্ট পলের আবিস্কার তার বহু প্রমাণ নিউ টেষ্টামেন্টে পাওয়া যায় এবং সেন্ট পল তা নিজের লেখনীতেও অনেক জায়গায় তার উলেখ করেছেন। যেমন, --

"I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified".xiv

For since the law has a shadow of the good things to come, but not the very substance of the things, (men) can never with the same sacrifices from year to year whice they offer continually make those who approach perfect. Otherwise, would the (sacrifices) not have stopped being offered, because those rendering sacred service who had been cleansed once for all time would have no consciousness of sins anymore? xv

এভাবে সেন্ট পল যীশুকে একজন স্নেহপরায়ণ পিতা যিনি মানব জাতির মঙ্গলের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন।

সেন্ট পল খ্রিষ্টান ধর্মীয় পুস্তকসমূহের মধ্যে প্রথম পুস্তক রচনা করেন। ৪৯ খৃষ্টাব্দে তার রচিত Thessalonians প্রথম পর্ব নিউ টেষ্টামেন্টের প্রথম গ্রন্থ ।[ীার] এছাড়া তিনি ৫১ খৃষ্টাব্দে Galatians, ৫৫ খৃষ্টাব্দে Corinthians নামক গ্রন্থ রচনা করেন যা নিউ টেষ্টামেন্টের অর্ন্তভূক্ত করা হয়। সেন্ট পল তার জীবনের শেষ বছরগুলি রোমে কাটান। তিনি তার স্বভাবসুলভ দূরদর্শীতার দ্বারা অনুধাবন করেছিলেন যে রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী রোম ভবিষ্যতে খ্রিষ্টান ধর্মের কেন্দ্রভূমি হবে। রোমে সেন্ট পল ও সেন্ট পিটার কর্তৃক স্থাপিত চার্চ কালক্রমে সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যের চার্চগুলির উপর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে পরে রোম নগরীকে কেন্দ্র করেই খ্রিষ্টধর্ম বিকাশ লাভ ও সমগ্র ইউরোপে রোমান চার্চ তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।

উপসংহার

খ্রিষ্টধর্মের প্রাথমিক ভিত্তি রচনা করেছিলেন যীশু। যীশু খ্রিষ্ট কর্তৃক প্রচারিত মত কে কেন্দ্র করেই খ্রিষ্টধর্ম বিকাশ লাভ করেছিল সত্য কিন্তু এই ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং তাত্ত্বিক ভিত্তি রচিত হয়েছিল যীশুর মৃত্যুর অনেক পরে।[ীার] খৃষ্টধর্মের দার্শনিক ভিত্তিসমূহ গড়ে উঠেছিল সমসাময়িক গ্রীক ও হিব্রু দর্শন এবং রোমান সাম্রাজ্যের প্যাপান ধর্মসমূহ বিশেষত মিথ্রাইজম,নস্টিসিজম ও নিও-প্লেটোনিজমের বিভিন্ন উপাদান নিয়ে। খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত বিভিন্ন পন্ডিতগণ এ ধর্মকে রোমান সাম্রাজ্যে জনপ্রিয় ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য- অন্যান্য ধর্মের বৈশিষ্ট্যসমূহ এ ধর্মে সংযোজন করেছিলেন। এ কাজের অন্যতম পুরোধা ছিলেন সেন্ট পল। তিনি যীশুর প্রচারিত মত কে সমৃদ্ধ ও তাকে বিশ্বজনীনরূপ প্রদান করেন। সেন্ট পল খ্রিষ্টধর্মকে সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য এক ধর্মে রূপান্তরিত করেছিলেন। যীশু কর্তৃক প্রচারিত ধর্মে বিভিন্ন উপাদান সংযোজনের যে রীতি সেন্ট পল প্রচলন করেন তা অব্যহত থাকে পরবর্তী আরও চার শতাব্দী। ৩২৫ খ্রিষ্টাব্দের এর নাইসা সম্মেলন, ৩৮১ খৃষ্টাব্দের সম্রাট থিউডোসিয়াসের ধর্ম সম্মেলন, ৪৩১ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় থিউডোসিয়াসের ধর্ম সভা এবং ৪৫১ খ্রিষ্টাব্দের কালসিদনের ধর্ম সভার মধ্য দিয়ে সমসাময়িক প্যাগান ধর্মের বিভিন্ন উপাদান খ্রিষ্টধর্মে সংযোজিত হয় ।

এভাবে যীশু কর্তৃক প্রচরিত ধর্ম কয়েক শতাব্দী ধরে বিকশিত হয়ে সার্বজনীন এক ধর্মে রূপান্তরিত হয়। খ্রিষ্টধর্মের এই বিকাশের ধারার সূত্রপাত ঘটিয়ে ছিলেন সেন্ট পল। খ্রিষ্টধর্ম শুধুমাত্র ইহুদী ধর্মের একটি শাখা হিসাবে হয়তো টিকে থাকতো অথবা হয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত যদি না সেন্ট পলের আর্বিভাব ঘটতো । সেন্ট পল যীশু কর্তৃক প্রচারিত ধর্মমত কে বিশ্বজনীন এক ধর্মে রূপান্তরিত করেছিলেন, এ তার এক মহান কৃতিত্ব।

---

[i] *Ibid.* p. 224.
[ii] 2001 Encyclopaedia of Britanica.
[iii] Gardner, Percy, *The Religious Experience of Saint Paul*, New York: Williams & Nortsate, 1911, p.22.
[iv] Internet, (http://atheism.about.com/library/chronologies/bl_chron_NT.htm)
[v] Internet, (http://atheism.about.com/library/chronologies/bl_chron_NT.htm)
[vi] Acts 23:6
[vii] Barnes, E.W., *The Rise of Christianity*, London: Longmans Green and Co. 1948. p. 31.
[viii] নিকা সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ ছিল নিম্নরূপ : We believe in one God, the Father, the Almighty,maker of heaven and earth,of all that is seen and unseen.We believe in one Lord, Jesus Christ,the only Son of God,eternally begotten of the Father,God from God, Light from Light,true God from true God,begotten, not made, one in Being with theFather.Through him all things were made.For us men and for our salvationhe came down from heaven:by the power of the Holy Spirithe was born of the Virgin Mary, andbecame man.For our sake he was crucified under PontiusPilate;he suffered, died, and was buried.On the third day he rose againin fulfillment of the Scriptures;he ascended into heavenand is seated on the right hand of theFather.He will come again in gloryto judge the livingand the dead,and his kingdom will

have no end.We believe in the Holy Spirit, the Lord, thegiver of life,who proceeds from the Father and the Son.With the Father and the Son he is worshippedand glorified.He has spoken through the Prophets.We believe in one holy catholic and apostolicChurch.We acknowledge one baptism for theforgiveness of sins.We look for the resurrection of the dead,and the life of the world to come. Amen. (Encyclopaedia of Britannica 2001, CD-Version).

[ix] Internet, (http://atheism.about.com/library/chronologies/blchron_xian_nt.htm)
[x] David Fingrut "MITHRAISM:The Legacy of the Roman Empire's Final Pagan State Religion", Internet, (http://www.ku.edu/history/index/europe/ancient_rome/E/Gazetteer/Periods/Roman/Topics/Religion/Mithraism/David_Fingrut**.html).

[xi] 1 Thessalonians 4:13-18; Ac 1:11
[xii] "Religious Timelines" Internet, (http://atheism.about.com/library/chronologies/blchron_xian_nt.htm)
[xiii] 1 Thessalonians 1:10;
[xiv] 1 Corinthians 2:2.
[xv] Hebrews 10:1-2.
[xvi] *Ibid.*
[xvii] Burns, R.L., *Western Civilizations*, New York : Holt, Rine hart and Winston, 1961. p.214.

- প্রবন্ধে আলোচিত ওল্ড টেষ্টামেন্ট ও নিউ টেষ্টামেন্টের উদ্ধৃতিসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে *New World Transslation of the Holy Scriptures*, New York: Watchtower Bible and Tract Society of New York, 1984 থেকে। গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য হলো মূল আরামিক ও গ্রীক থেকে শোকগুলো আক্ষরিকভাবে অনূদিত, বিষয়গুলির গুরুত্ব বিবেচনা করে উদ্ধৃত শোকগুলির বাংলা অনুবাদ করা হলো না।

লেখকের গবেষনালব্ধ পুর্বের লেখাগুলো পড়তে এই চৌহদ্দির ভেতরে টোকা মারুন

ইতিহাসবিদ এই তরুন গবেষক, লেখক ও শিক্ষক সম্পর্কে জানতে এই চৌহদ্দির ভেতরে টোকা মারুন